সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৫ উপলক্ষে

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর **প্রফেসর ড. মোঃ আলিমুল ইসলাম-এর**

বাণী

২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস। জাতির ইতিহাসের গৌরবময় এই দিনে প্রথমেই আমি সশ্রদ্ধভরে স্মরণ করছি ৩০ লক্ষ বীর শহীদ ও ২ লক্ষ মা-বোনকে যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অর্জিত হয়েছিল আমাদের কাঙ্ক্ষিত মহান স্বাধীনতা। এই মহান দিবসে জাতির শ্রেষ্ঠ বীর সন্তানদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি জান্তা বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত বাঙালির উপর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। ২৬ মার্চ স্বাধীনতার মহানায়ক অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন।

অনেক কষ্টের এই স্বাধীনতা অর্জনের অন্যতম লক্ষ ছিল একটি গণতান্ত্রিক, সুখী, সমৃদ্ধ, বৈষম্যহীন এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী বাংলাদেশ বিনির্মাণ। আপামর জনসাধারণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো মৌলিক অধিকারসহ বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতার পূর্ণ বাস্তবায়ন। জাতীয় অগ্রগতি ও গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষে আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পরম সহিষ্ণুতা ও জাতীয় স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থ ও দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেয়া। প্রতিবছর কালের প্রবাহে আমাদের মাঝে ২৬ মার্চ ফিরে আসে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে। কিন্তু শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা ও আড়ম্বরতার মধ্যে এ দিনটিকে স্মরণ করলে হবে না, দেশের প্রতিটি মানুষের নিকটই স্বাধীনতার সুফল পৌঁছে দিতে হবে। আমাদেরকে আত্মসচেতন ও আত্মনির্ভরশীল জাতিতে পরিণত হতে হবে, তাহলেই কেবল স্বাধীনতার তাৎপর্য স্বার্থকভাবে বাস্তবায়িত হবে।

দেশমাতৃকার মুক্তির লড়াইয়ে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ জীবনকে তুচ্ছ করে সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে এবং তাদের জীবন উৎসর্গ করে চিরঞ্জীব হয়ে আছেন আমাদের মাঝে। তাঁদের স্মৃতি চিরঅম্লান, তাঁদের কীর্তি চির জাগরুক থাকবে আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে। এই অর্জন অর্থবহ করতে সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হবে। মহান স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করতে হবে। প্রজন্ম হতে প্রজন্মে পৌঁছে দিতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত উন্নত দেশে পরিণত হোক মহান স্বাধীনতা দিবসে এই আমার প্রত্যাশা।

একবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বব্যবস্থায় অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষে জাতীয় ঐক্য ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আজ খুবই প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার ভিত্তিতে ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ থাকলে আমরা সত্যিকার অর্থে একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত, সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো। আসুন আমাদের সকল সামর্থ্য ও সদিচ্ছাকে সুসংহত করে মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ঐক্যকে ধারণ করে আমাদের প্রিয় সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান এ সমৃদ্ধ করে জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে আধুনিক কৃষি শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে গড়ে তুলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হই।

সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে বিজয়ের শক্তিগুলোকে বায়ান্ন, একাত্তর, নব্বই এবং চব্বিশের চেতনায় উজ্জীবিত করে শান্তিপূর্ণ, দুর্নীতিমুক্ত উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলাই সকলের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। মুক্তিযুদ্ধের মূলধারাকে সমুন্নত রেখে দেশ ও জাতির স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব বাঁচাতে এ চেতনা বুকে ধারণ করেই সুন্দর একটি জাতি যেন উপহার দিতে পারি এ বিষয়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

মহান স্বাধীনতার ৫৪তম বার্ষিকীতে আমি সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

১৮ মার্চ ২০২৫
প্রশাসনিক ভবন
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সিলেট

(প্রফেসর ড. মোঃ আলিমুল ইসলাম)
ভাইস-চ্যান্সেলর